93842 - যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত হয়নি মনে করে স্ত্রী সহবাস করেছে

প্রশ্ন

আমি যখন স্ত্রী-সহবাস করেছি তখন আমি জানতাম না যে, ফজরের আযান হয়ে গেছে। আমি এটি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক মিনিট পর পাঁচটা বাজে আযান দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্কার হয়েছে যে, পাঁচটা বাজার ১৫মিনিট আগেই আযান দেয়। এক্ষেত্রে সমাধান কি? আমি ও আমার স্ত্রীর উপর কি কাফ্ফারা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, সহবাস আমাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়েছে। আমরা সবেমাত্র ২৪ ঘন্টা পূর্বে সফর থেকে ফিরেছি। তখনও নামাযের সময়সূচী আমাদের জানা হয়নি। আমরা পৌঁছার দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ করে রমযানের ঘোষণা পেয়েছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যদি প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি আপনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবে হয়ে থাকে; তাহলে আপনাদের উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা যে ব্যক্তি ফজর হয়নি মনে করে কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল; সেক্ষেত্রে আলেমদের দুটো অভিমতের মধ্যে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী রোযাটির কাযা নেই। চাই সেই রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি পানাহার হোক কিংবা সহবাস হোক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: আমি পছন্দ করছি যে, সহবাস, খাওয়া ও পান করা এবং রোযা ভঙ্গকারী অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্তির রোযাকে ভঙ্গ করবে না:

১। রোযাদারের জানা থাকতে হবে যে, এটি রোযা ভঙ্গকারী; অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ) । আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

এবং আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন: আমি সেটাই করলাম।

এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি এবং যে ক্ষেত্রে তাদেরকে জবরদস্তি করা হয় সেটার গুনাহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।”

অজ্ঞব্যক্তি ভুলকারী। যহেতেু সে যদি জানত তাহলে সটো করত না। সুতরাং অজ্ঞব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয় করে ফলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তার রোযা পরিপূর্ণ ও সঠিক; চাই তার সে অজ্ঞতা হুকুম সম্পর্কে হোক কিংবা সময় সম্পর্কে হোক।

সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হলো: সে ধারণা করছে যে, এখনও ফজরের ওয়াক্ত হয়নি; তাই সে খাবার গ্রহণ করছে। তার রোযা সহিহ।

২। রোযাদারের জ্ঞাতসারে বিষয়টি ঘটা; যদি বিস্মৃতবিশতঃ হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৩। রোযাদার স্বেচ্ছায় সটো করা। যদি তার অনিচ্ছায় সটো ঘটে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/২৮০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনকৈ ব্যক্তি নব-ববিাহিত। সইে ব্যক্তি শেষে রাতে এই ভবেে স্ত্রী সহবাস করছে যে, এখনও রাত বাকী আছে। এরমধ্যে নামাযরে ইকামত দয়ো হয়। এ ব্যাপারে আপনারা কি বলবনে? তার উপর কি বর্তাবে?

তিনি জিবাব দনে: “তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; পাপও না, কাফ্ফারাও না, কাযাও না। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বলনে: এখন তোমরা তাদরে সাথে সহবাস কর। তাদরে সাথে অর্থাৎ স্ত্রীদরে সাথে।

এবং তিনি বিলছেনে: আর তোমাদরে কাছে কালো রখো থকে প্রভাতরে সাদা রখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতরে অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরেরে আলো উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

তাই খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা এ তিনটি সমান। এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষে কোন দলিল নইে। এ প্রত্যকেটি রোযার নিষিদ্ধ বিষয়। এর কোনটি যদি অজ্ঞতা বা বিস্মৃতির অবস্থায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।”[সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গলে যে, আপনাদরে উভয়রে উপর কোন কিছু বর্তাবে না; না রোযাটি কাযা করা, আর না কাফ্ফারা। এই হুকুম সক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা সইে দিনরে রোযা রখে থাকনে। যদি আপনারা সইে দিনরে রোযা না-রাখনে এই ভবেে যে, সহবাসরে কারণে আপনাদরে রোযা ভঙ্গে গছে; সক্ষেত্রে আপনাদরে উপর রোযাটির কাযা করা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যক হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।